অমর
চিত্র
কথা
নং ২৩ টা 5/-
শিবাজী
OPERATION BLACK BOARD
Category Code 4·8:
SL. No. 7-31
Pradip Mulick
মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার কাহিনী
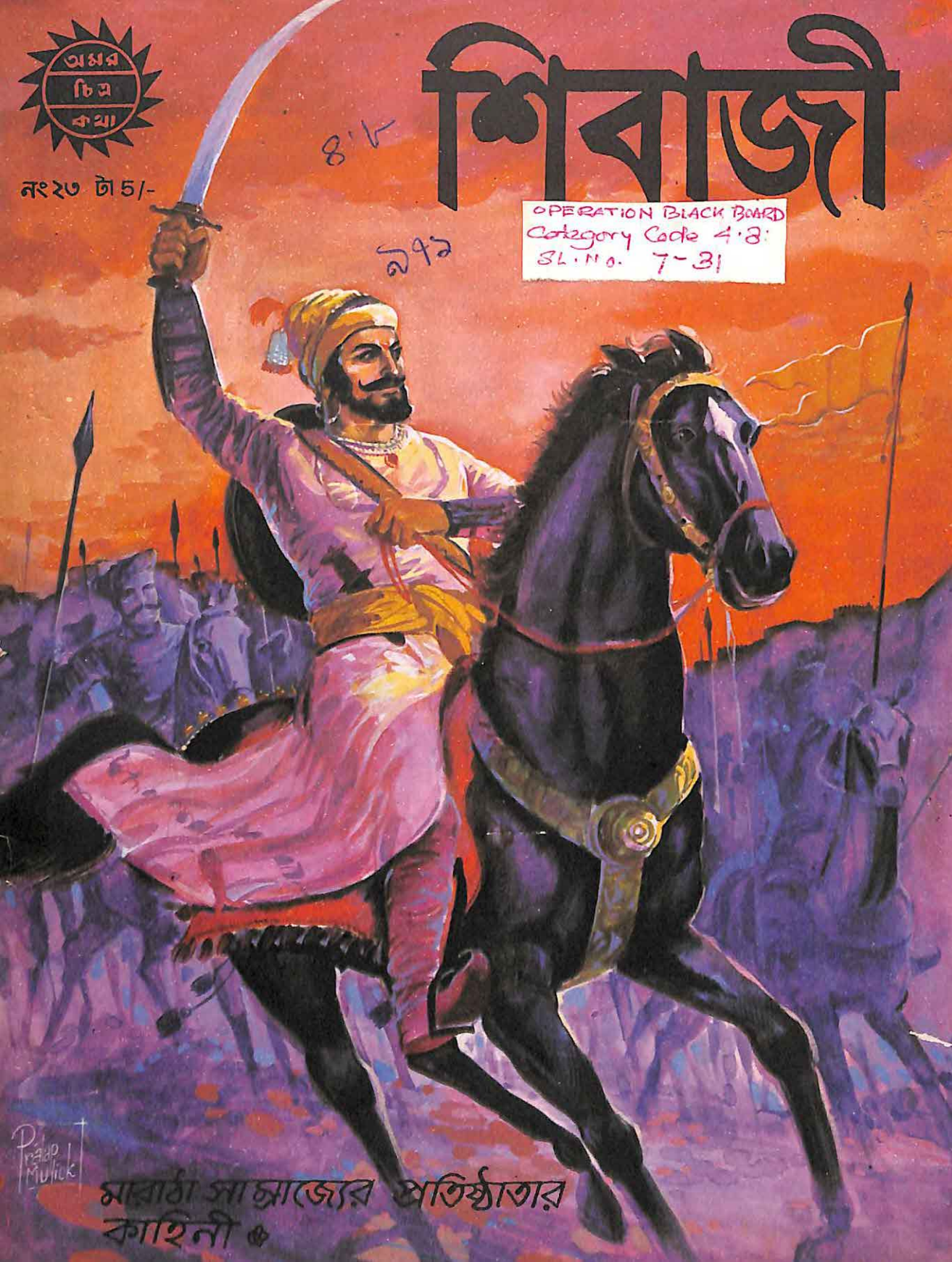
শিবাজী

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগলরা পূর্ণ বিক্রমে ভারতের উত্তর ও মধ্য অংশে রাজত্ব করে গেছে। দাক্ষিনাত্যে বিজাপুরের আদিল শাহ এবং জাঞ্জির-এর নবাবের মধ্যে তখন চলছিল অবিরাম দ্বন্দ্ব। সাধারন মানুষের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। খান আর সর্দাররা তাদের সর্বস্ব লুঠ করতো ; রাজকর্মচারীরাও তাদের হেনস্থা করতে ছাড়তো না। এক শো বছর বিদেশীর শাসনে রাজপুতদের মতো লড়াকু জাতিও তাদের উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া এদের মধ্যে অনেকে বড় বড় রাজকীয় মর্যাদা-সম্পন্ন চাকরি পেয়ে হাতের পুতুলের মতো হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য এক জন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন ছিল জরুরী।

এই রকম সময়ে শিবাজী জন্মগ্রহন করলেন। তাঁর পিতা ছিলেন অসাধারন সাহসী। মা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী। এ ছাড়া শিক্ষাগুরু দাদাজী। এই তিন জনের প্রভাবে শিবাজী বড় হয়ে উঠলেন। চার দিকে ঘটমান কান্ড সম্পর্কে শিবাজী ছিলেন সজাগ। শাসকদের অত্যাচার দেখে তিনি ক্রুদ্ধ ও অস্থির হয়ে উঠতেন। একদল অনুগত সৈন্যদের নিয়ে তিনি এক বাহিনী গড়লেন। তাদের সবার প্রতিজ্ঞা ছিল এই যে, তারা একদিন এই পরাধীনতার জোয়ালটাকে কাঁধ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবে। কী ভাবে শিবাজী তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিলেন সেই কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুবাদ/কেয়া চট্টোপাধ্যায়   বর্ণলিপি : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অমর চিত্রকথার
বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০০৭৩

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Pvt. Ltd., Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.
Editor : Anant Pai   Artworks Pratap Mulick

শিবাজী
১৬৩০ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। সূর্য তখন অস্তাচলে। এমন সময় মহারাষ্ট্রের শিবনরী দুর্গে ঢাকের বাজনা বেজে উঠলো। জিজাবাঈ-এর পুত্র সন্তান হয়েছে। জিজাবাঈ-এর স্বামী শাহজী তখন বাইরে। বিজাপুরের সুলতানের হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছেন। কয়েক শ' শতাব্দী ধরে বিদেশী শাসকেরা মারাঠীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। শিবাজী যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন বিজাপুরের সুলতান ছাড়াও দিল্লিতে মোগল সম্রাট এবং নিগ্রো রাজা সিদ্দি-জোহর মহারাষ্ট্রের মালিকানা নিয়ে যুদ্ধে মেতেছিলেন।

শিব যখন একটু বড়ো হলেন, শাহজী তাকে বিজাপুরে নিয়ে গেলেন। এবং বিচক্ষণ শিক্ষক দাদাজী কোন্ডদেও-এর তত্ত্বাবধানে রাখলেন।

..ঘোড়ায় চড়া।
দেখো কেমন জোরে ছুটছে!
সাবাশ, শিব!
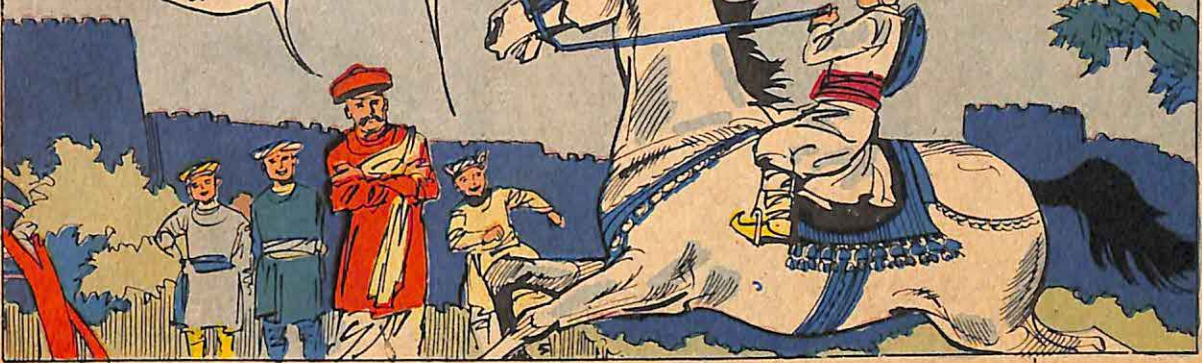
শিবের ছিল তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী মন।
গুরুজী, বাবা কেন আমাদের সাথে থাকেন না?
তিনি একজন বড়ো যোদ্ধা। যেখানে যুদ্ধ সেখানেই তাঁকে যেতে হয়।

অন্য লোকের হয়ে যুদ্ধ করেন? কেন তিনি একাজ করেন? ... কেন?

জিজাবাঈ তাকে রামায়ন, মহাভারতের গল্প বলতেন।
তারপর ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন — একজন বীরের যা কাজ তা তাকে করতেই হবে। এজন্য যদি মৃত্যু হয়, সেও ভালো...
মা, আমার কর্তব্য কী?

জিজাবাঈ দেখলেন তাঁর পুত্র খুব মুশকিলে পড়েছে।

একদিন –
দাদাজী, আমার অনুরোধে সুলতান আপনাকে পুনার তহসিলদার নিযুক্ত করেছেন।

আপনি শিব এবং তার মাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।
ঠিক আছে।

তাঁরা পুনার দিকে যাত্রা করলেন।
এই সুন্দর দেশ আমাদের! এই বিশাল দুর্গগুলিও আমাদের হওয়া উচিত!

সহ্যাদ্রী পাহাড়ের সরল বলিষ্ঠ ছেলে-দের সঙ্গে পুনায় শিবের বন্ধুত্ব ছিল। ওদের সব চেয়ে পছন্দ ছিল যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা।

আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন না আমাদের দেশ স্বাধীন হয়, আমরা বিশ্রাম নেবো না।
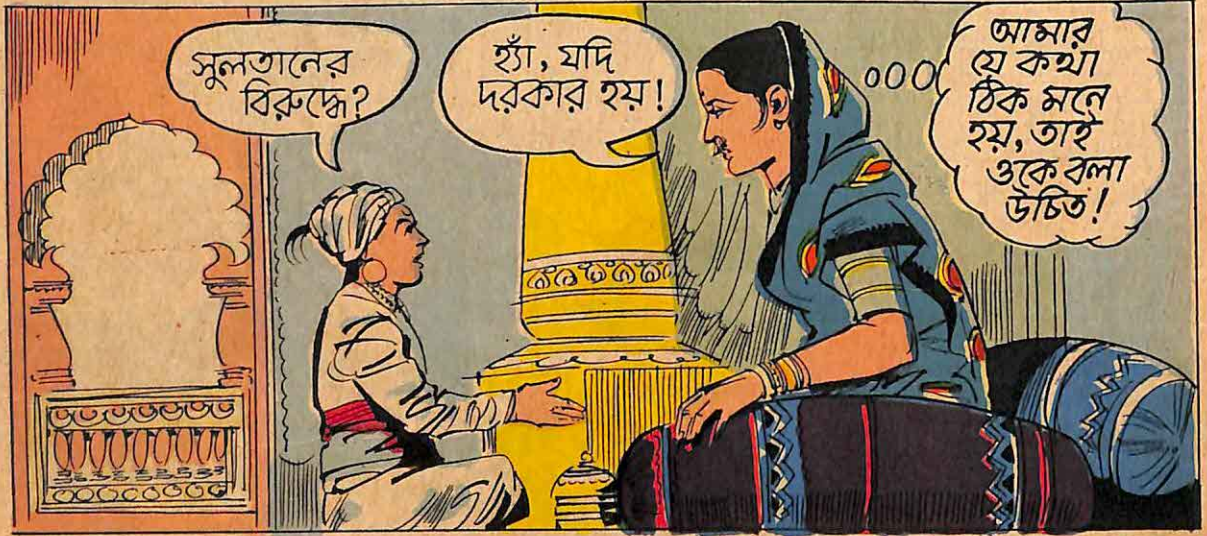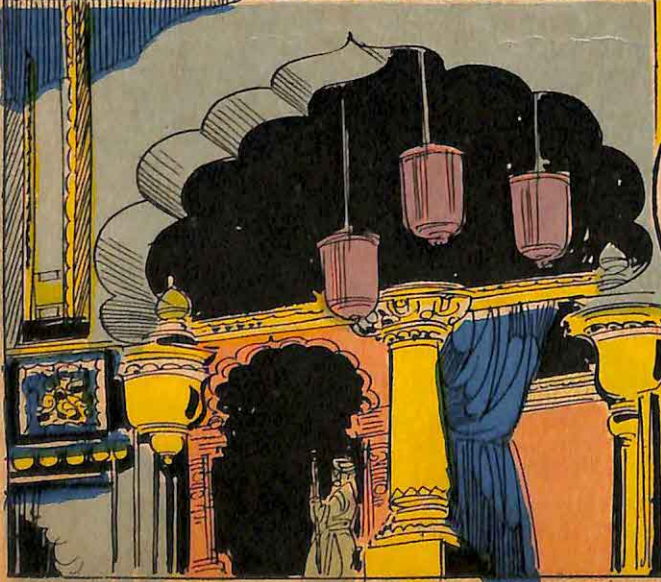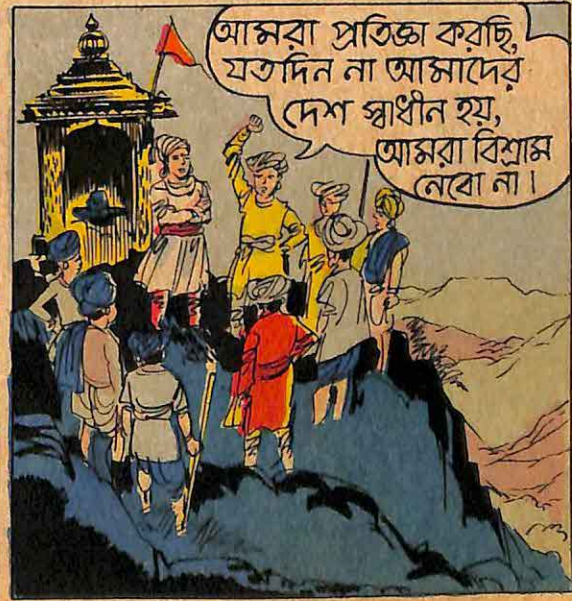
যদিও দাদাজীর কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা কিন্তু কার্যত: তিনিই পুনার শাসক হয়ে উঠলেন। তাঁর নাকের ডগায় বসে শিব নানারকম দুঃসাহসী পরিকল্পনা করতেন।
আগে দুর্গগুলি জয় করবো।
কোনও ঝামেলা পোহাতে হবে না। অনেক বাঘা রাজকর্মচারী আমাদের পক্ষে!
আমি ওদের বাধা দেবো না।

শিবাজী তোরনা দুর্গ দখল করলেন। এটা তার একটা বড়ো জয়।
বন্ধুগন, আনন্দ করবার সময় এখনো আসেনি। লড়াই তো সবে শুরু হলো।

জিজাবাঈ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।
ওরা বলছে, তুই নাকি আজ একটা দুর্গ দখল করেছিস। কাজের কাজ করেছিস।
কাজটা খুবই সহজ ছিল, মা। সুলতানের দুর্গ তেমন সুরক্ষিত ছিল না। আর রাজকর্মচারীরাও আমাদের পক্ষে ছিলেন!

শিবাজীর অভিযানের খবরে সুলতান বিরক্ত হলেন।
চার দিকে রটে গেছে, সুলতান আপনার বাবাকে বন্দী করেছেন— আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্য।

পিশাচ সেনাপতি আফজল খাঁ তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়েছেন!
আর সুলতান আমাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠিয়েছেন।

বাবাকে বন্দী করেছে! সুলতানকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে!

সুলতানের সেনা বাহিনী যখন পাল্টা আক্রমন করলো, শিবাজী তখন পুরন্দর দুর্গে।
যাও, শত্রুর মোকাবিলা করো।

শত্রু বাহিনীর কিছু সেনা একটা ছোট দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল শিবাজীর সৈন্যরা তাদের আক্রমন করে পরাজিত করলো।
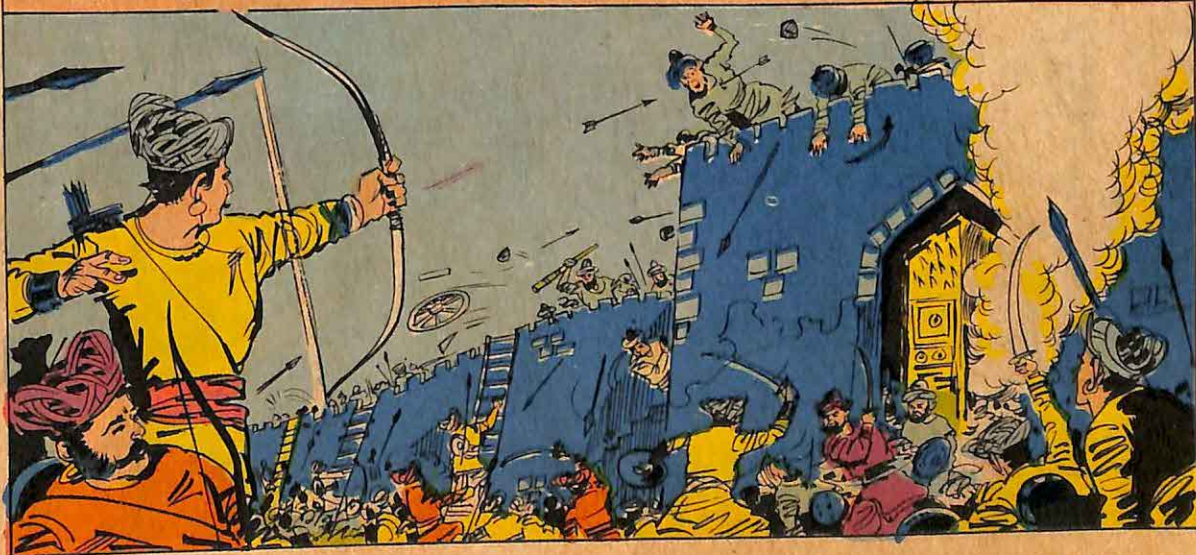
শত্রুপক্ষ যখন পুরন্দর দুর্গ আক্রমন করার চেষ্টা করলো, তখন শিবাজীর সৈন্যরা প্রাণপন যুদ্ধ করে তাদের হারিয়ে দিলো।
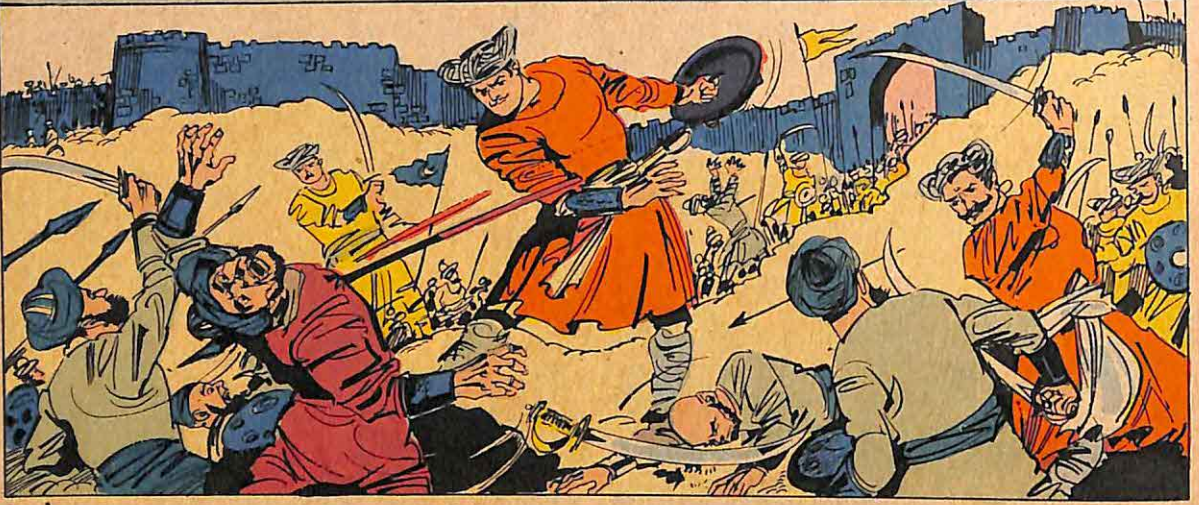
সুলতান উপযুক্ত শিক্ষা পেলেন।

শাহজীকে মুক্তি দিন! তাঁকে কোনরকম অসম্মান করা চলবেনা!

কিন্তু চারদিকে তখন প্রতিশোধের হাওয়া। কিছুদিন বাদেই বিজাপুরের ডাকসাইটে সেনাপতি আফজল খাঁ বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে শিবাজী-কে আক্রমন করলো।

জ্যান্ত অথবা মৃত — এই পাহাড়ী ইঁদুরটাকে আমি ধরবোই!
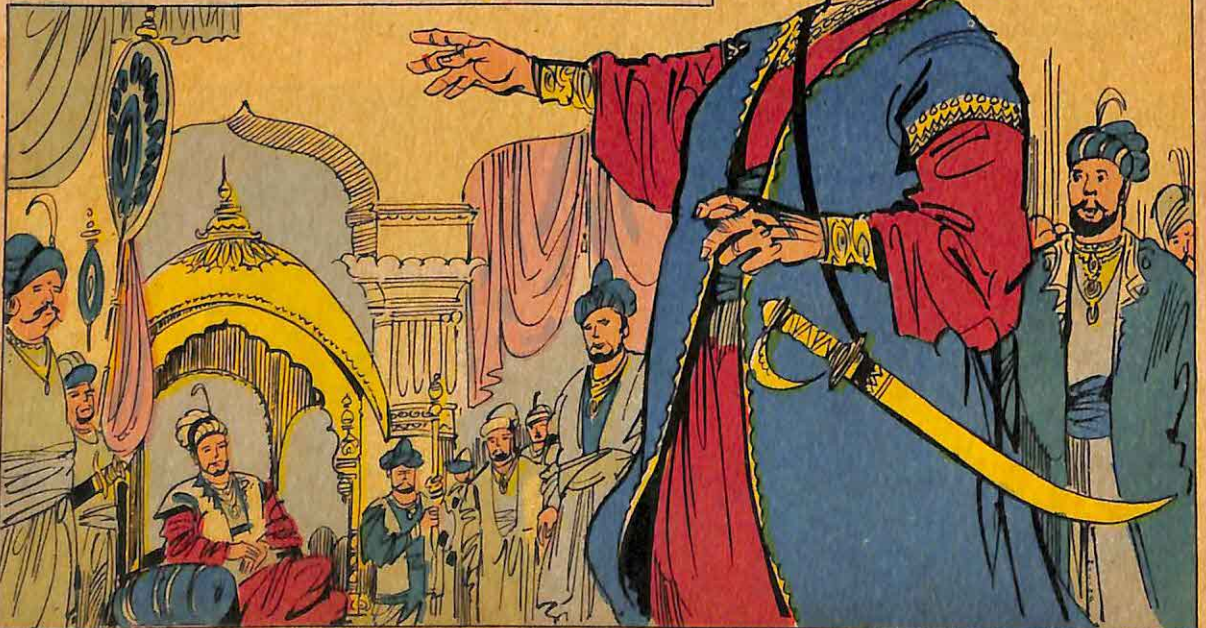
অতর্কিতে শহর ও গ্রামে আক্রমন চালিয়ে আফজল ক্রমাগত ত্রাসের সৃষ্টি করলেন-
দেবী ভবানী! শিবাজীর প্রিয় মন্দির! ভেঙে ফেলো এটা!

এরপর পাহাড়ী জেলা ওয়াই-এ আফজল খাঁ-র সৈন্যেরা তাঁবু খাটালো আর আশেপাশের গ্রামগুলিকে ধ্বংস করতে লাগলো।

পাশেই ছিল প্রতাপগড়। শিবাজী তখন সেখানে ছিলেন।
আফজল খাঁ? তার মানে সেই লোক যিনি আমার পিতাকে বন্দী করেছিলেন?
হ্যাঁ, মহারাজ! ইনিই সেই লোক!

শীঘ্রই আফজল খাঁর কাছ থেকে একজন দূত এলো।
আত্মসমর্পন করো অথবা মরো। —কেমন!

শিবাজী বুদ্ধি খাটালেন—
খাঁ তো আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করবেন?
আমি ভিন্ন প্রস্তাব দিচ্ছি। কেউ অন্যের কাছে দরবার করতে যাবো না। আমরা মাঝ রাস্তায় দেখা করে কথাবার্তা বলবো।

যাত্রার আগে শিবাজী গুপ্তচরদের কাছে খবর পেলেন...
খাঁ আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে? আমিও দেখবো...

শিবাজী তাঁর পোশাকের ভিতর বর্ম পড়লেন। তারপর দেবী ভবানীর কাছে আশীর্বাদ চাইলেন।

আফজল খাঁ এলেন পাল্কি চড়ে। সঙ্গে দু'জন প্রহরী।
ইঁদুরটা লিখেছে, সঙ্গে লোক আনা চলবে না! কাপুরুষ!
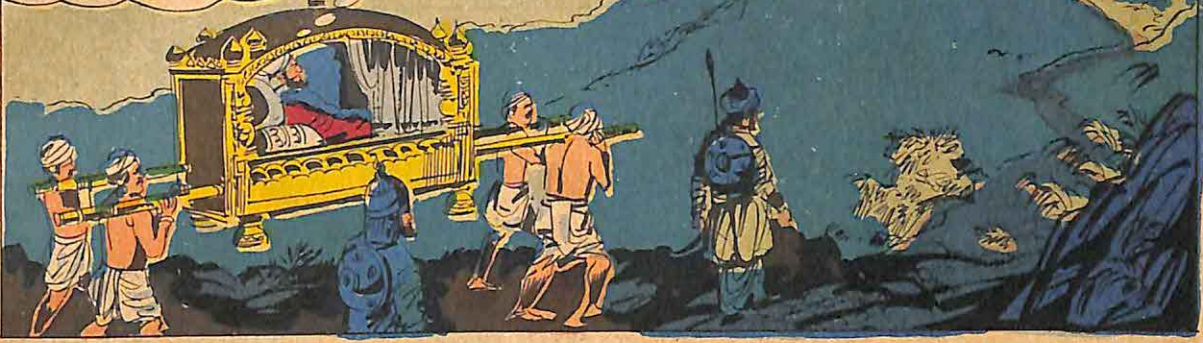
দু'জন দেহরক্ষীকে নিয়ে শিবাজীও গেলেন আফজলের সাথে দেখা করতে।

তোমার মরণ ঘনিয়েছে!
এসো বৎস!

ভালোবাসার ভান করে খাঁ যখন শিবাজীকে আলিঙ্গন করলেন, শিবাজীও হুঁসিয়ার ছিলেন।
ছুরি উঠিয়েছে!
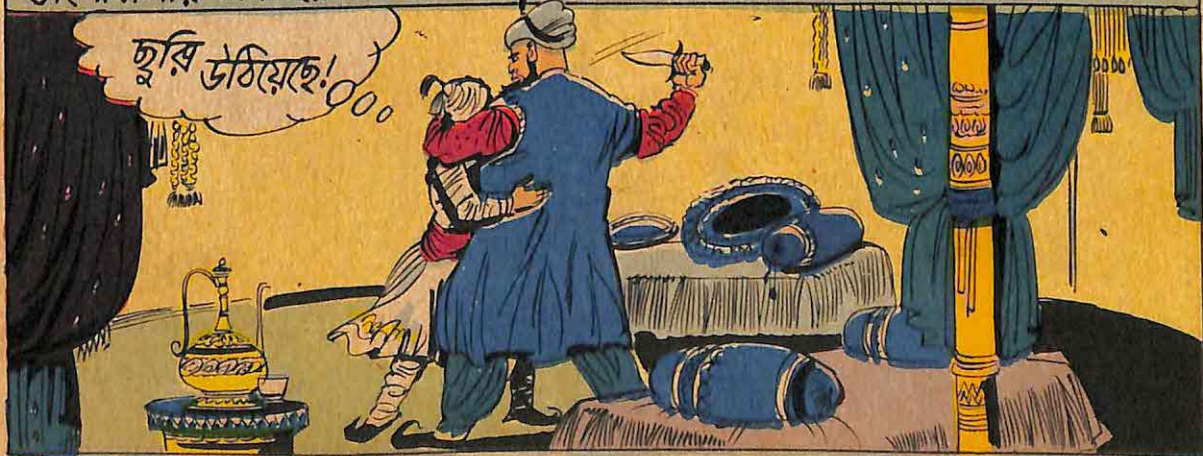
শিবাজী বাঁ হাত দিয়ে তার মারাত্মক অস্ত্রটা কেড়ে নিলেন আর ডান হাত তুললেন।
ডান হাতে ছিল বাঘনখ। শিবাজী তা খানের বুকে বসিয়ে দিলেন।
হায় আল্লা!

হঠাৎ, দুর্গের চারপাশের জঙ্গলের মধ্য থেকে যুদ্ধের আওয়াজ তুলে মারাঠা সৈন্যেরা দলে দলে বেরিয়ে এলো।

হর হর মহাদেও!

এর পর শুরু হলো দু'পক্ষের যুদ্ধ, চললো সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

ওরা পালিয়ে যাচ্ছে!

আমরা জিতেছি!

চারদিকে আনন্দের জোয়ার...

খাঁ-র মুন্ডুটা নিয়ে কি করা যায়?

ওর দেহটার সঙ্গে ওটাকেও সসম্মানে কবর দাও।

কী মহানুভব! উনি পরাজিত শত্রুকেও অসম্মান করতে চাননা!

তখন শিবাজীর জয়জয়কার। এবং তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগালেন।

ঝড়ের বেগে একের পর এক অভিযান শুরু হলো। তের দিনে শিবাজী হাজার মাইলেরও বেশি পথ পার হয়ে গেলেন। সর্বত্র শত্রুরা হেরে গেল। তাঁর রাজ্যসীমা বাড়তে লাগলো।

অবশেষে বহু সাধের পানহালা দুর্গও তিনি জয় করলেন। ... তারপর ...

মহারাজ, উনি সিদ্দি জোহর। খুব দুর্ধর্ষ। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ওঁর রাজত্ব।
আর ইংরেজ নাবিকরাও ওঁকে সাহায্য করছে।

সিদ্দির সৈন্যরা শিবাজীদের ঘিরে ধরলো। পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ।
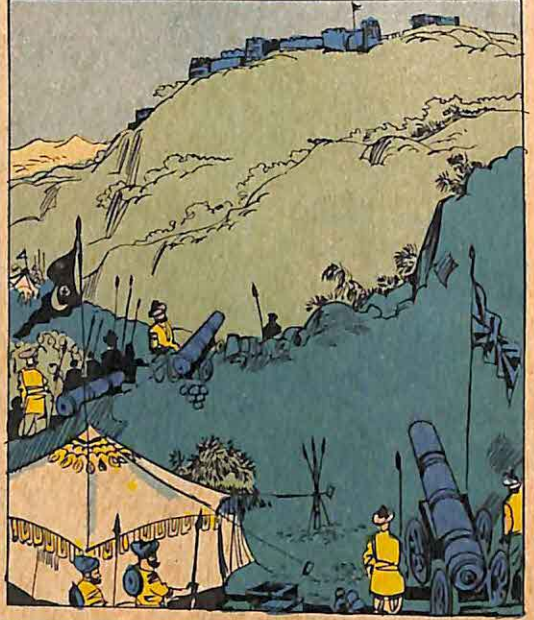
কয়েক মাস ধরে আক্রমণ চললো। মারাঠারা সাহসের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করছিল।
যে কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে!

ভয়ঙ্কর ভাবে বর্ষা নামলো।
এ ভাবে আর কতো দিন থাকা যায়?
আমাদের এখন চালাকির পথ নিতে হবে।

নানা রকম গুজব ছড়ালো। সন্ধ্যাবেলায় —
শিবাজী এখন দুর্গ ছেড়ে দেবার কথা ভাবছেন !
ভালো কথা! তাহলে আমরা বিশালগড় আক্রমণ করবো।

কিন্তু সেই রাতে —
শোনা যাচ্ছে, শিবাজী নাকি দুর্গ থেকে পালিয়েছেন।

শিবাজী সত্যি সত্যিই দুর্গ ত্যাগ করেছেন। এক হাজার অভিজ্ঞ সৈন্য নিয়ে তিনি দুর্যোগের মধ্যেই বিশাল গড়ের দিকে রওনা দিলেন।
ওরা কি টের পেয়ে গেছে ?
হ্যাঁ মহারাজ! ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে!

এযে সরু গিরিপথ!
কিন্তু পার হয়ে যেতে পারলেই আমরা বিশালগড়ে পৌঁছে যাবো!

আপনি এগিয়ে যান। আমরা এখানে থেকে গিরিপথটা রক্ষা করবো।
বাজী, তুমি একজন মহান যোদ্ধা!

মাত্র দুশো যোদ্ধা নিয়ে বাজী বীরের মতো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করলেন। কিন্তু হায়...
এতেই ও মরবে!

বাজী দারুন আহত হলেন।
দূরে কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তার মানে উনি বিশালগড়ে পৌঁছে গেছেন!
এখন আমি শান্তিতে মরতে পারবো!

পানহালা দুর্গে তখন সিদ্দি জোহর রেগে আগুন!
অদ্ভুত! সুলতান লিখেছেন, আমি নাকি ইচ্ছে করেই শিবাজীকে পালাবার সুযোগ দিয়েছি।

যদিও সিদ্দি জানতেন না পানহালা দুর্গে তখন সামান্য কয়েক জন রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। শিবাজী চান নি, তারা অকারনে মারা যাক। সেজন্য তিনি তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন!
শূন্য দুর্গ! এটা নিয়ে আমি কি করবো?

শিবাজী যখন বিশালগড়ে ফিরে এলেন, সম্রাট ঔরংজেবের কাকা শায়েস্তা খাঁ তখন পুনা অধিকার করে নিয়েছেন। শিবাজী বুঝেছিলেন, এবার তিনি শক্ত পাল্লায় পড়েছেন।
শায়েস্তা খাঁ এখন লাল মহল দখল করে আছেন। আমাদের প্রিয় শিবাজীর ছেলেবেলা ওখানে কেটেছে।
শিবাজী এ সময়ে থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো!

শহরের সীমান্ত ঘিরে শায়েস্তা খাঁ সশস্ত্র সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন।
ও! একটা বিয়ের শোভাযাত্রা! ওদের যেতে দাও!

'বিয়ের শোভাযাত্রা' যখন লালমহলে পৌঁছল —
আক্রমন করো!

ঘরের পর ঘর তল্লাশি চললো ...

... শেষ পর্যন্ত—
সর্বনাশ! শিবাজী!
ঐ তো খাঁ সাহেব!

শায়েস্তা খাঁ পালিয়ে গেলেন ; কিন্তু তার তিনটি আঙুল কাটা গেল!

এই ঘটনায় তিনি প্রচন্ড ভয় পেলেন।
ঐ শিবাজী— আসে আর যায় যেন অশরীরীর মতো!
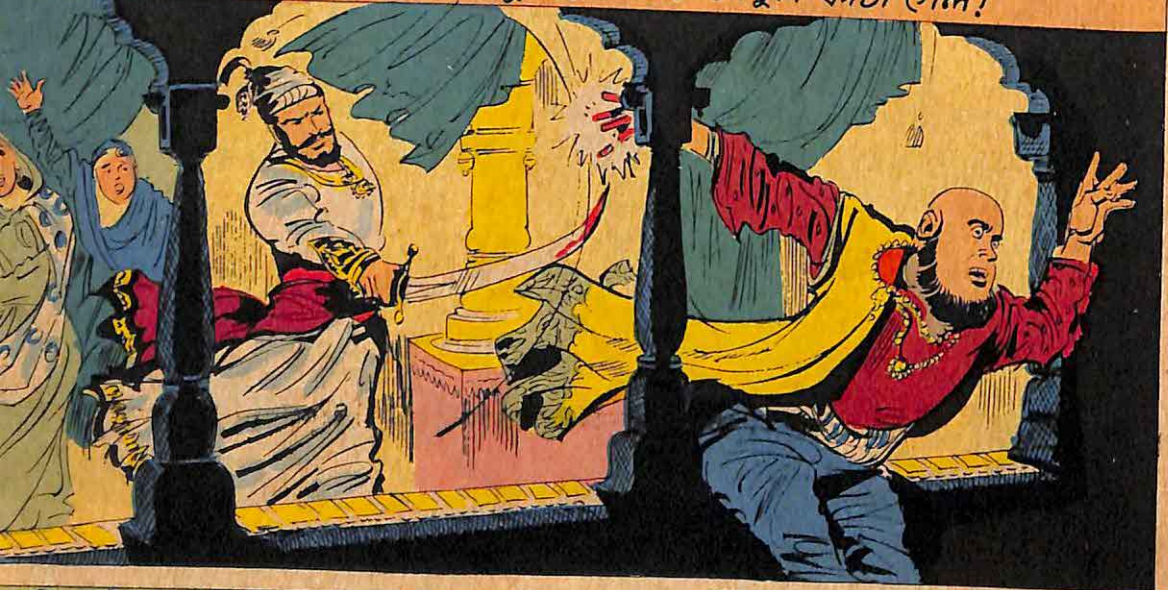
শিবাজী কিছুকাল শান্তিতে কাটালেন — কিন্তু ...

পুরোপুরি স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই!

অনেক অর্থের দরকার, মহারাজ! যুদ্ধ মানেই প্রচন্ড খরচ!

চরেরা বলেছে, সুরাটে নাকি প্রচুর ধন-সম্পদ।

হ্যাঁ। ইংরেজরা আমাদের দেশ লুটে অনেক টাকা জমিয়েছে সেখানে।

এই বন্দরের সঙ্গে ঔরংজেবের মর্যাদা জড়িত!

তড়িৎগতিতে শিবাজী সুরাট আক্রমণ করলেন।

চারদিকে চললো লুঠতরাজ।
গরীবের কিছু নিও না!
আর মেয়েদের অসম্মান করো না!

ঔরংজেব সতর্ক হলেন।
ওকে এখুনি শেষ করতে হবে! রাজা জয় সিংহ আপনার ক্ষমতা অসীম। আপনিই পারবেন শিবাজীকে জব্দ করতে।
সম্রাট যেমন আদেশ করবেন।

রাজা জয়সিংহের গোলন্দাজ বাহিনী ছিল খোদ ইতালী থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এদের সাহায্যে তিনি দুর্গের পর দুর্গ দখল করে নিলেন।
এটা সেই ঐতিহাসিক পুরন্দর দুর্গ!... আক্রমন করো!

...শেষ পর্যন্ত শিবাজী জয়সিংহের সঙ্গে এক অস্থায়ী বোঝা পড়ায় এলেন।
শিবাজী, আপনি একজন বীর।
আপনি আরও বড় বীর।
..কিন্তু মোগলদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছো...

সম্রাট বর্তমানে আগ্রায়। তিনি আপনাকে দেখা করার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন। শম্ভাজীও যেন যান!

সেখানে আমার নিরাপত্তার নিশ্চিতি কোথায়?
আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি আমার পুত্রের মতো। তা ছাড়া সম্রাটেরও কোনও কু-মতলব নেই!

ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না, মহারাজ!
আপনি কি করে জয়সিংহের কথায় আস্থা রাখছেন?

উপায় নেই। ওদের তুলনায় আমরা খুবই দুর্বল। ইচ্ছে না থাকলেও রাজী হতে হবে।

আগ্রায় আমার ছেলে রাম সিংহ আপনাদের দেখাশোনা করবে।

আমি রাজী।
প্রজাদের জন্য ভাবনা রইলো। যাহোক মন্ত্রীরা রইলেন, ওদের যাতে মঙ্গল হয়, দেখবেন।

ওঁরা সদলবলে দিল্লির পথ ধরলেন। দীর্ঘ পথ—দু'মাসেও যেন ফুরায় না। সর্বত্র জনগণ ওঁদের শুভেচ্ছা জানালেন ...
ঐ যে! মহান শিবাজী।
উনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন।
ওখানে তাঁর জন্য আবার ফাঁদ পাতা নেই তো?

পিতা পুত্র সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে দরবারের দিকে রওনা হলেন।
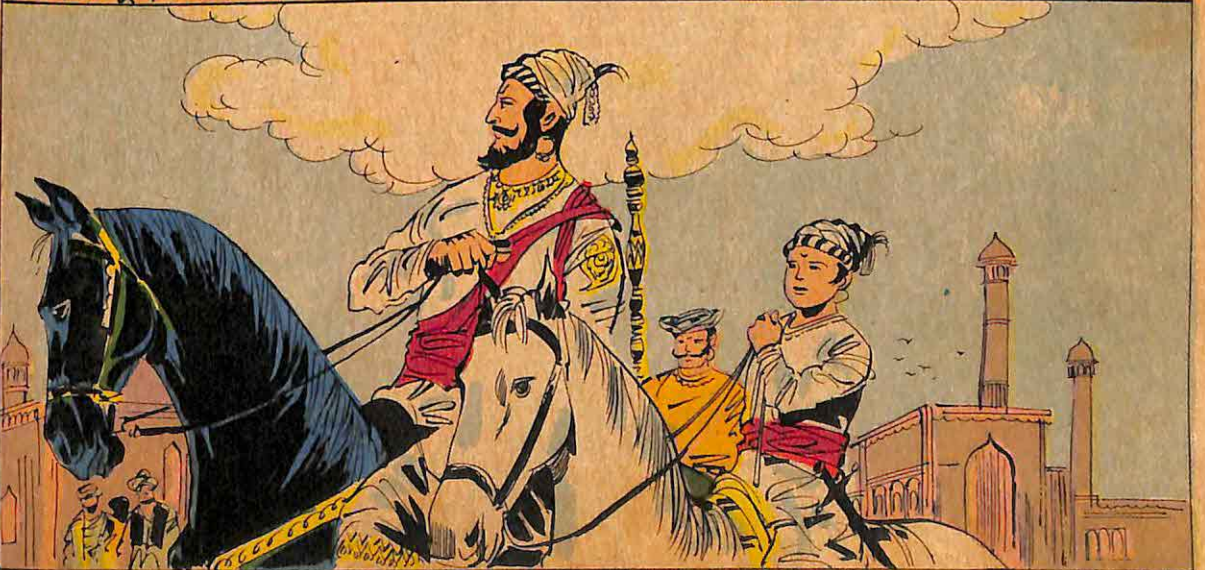
রাজপ্রাসাদ। মোগল সম্রাট শিবাজীদের দিকে খুব একটা নজর দিলেন না।
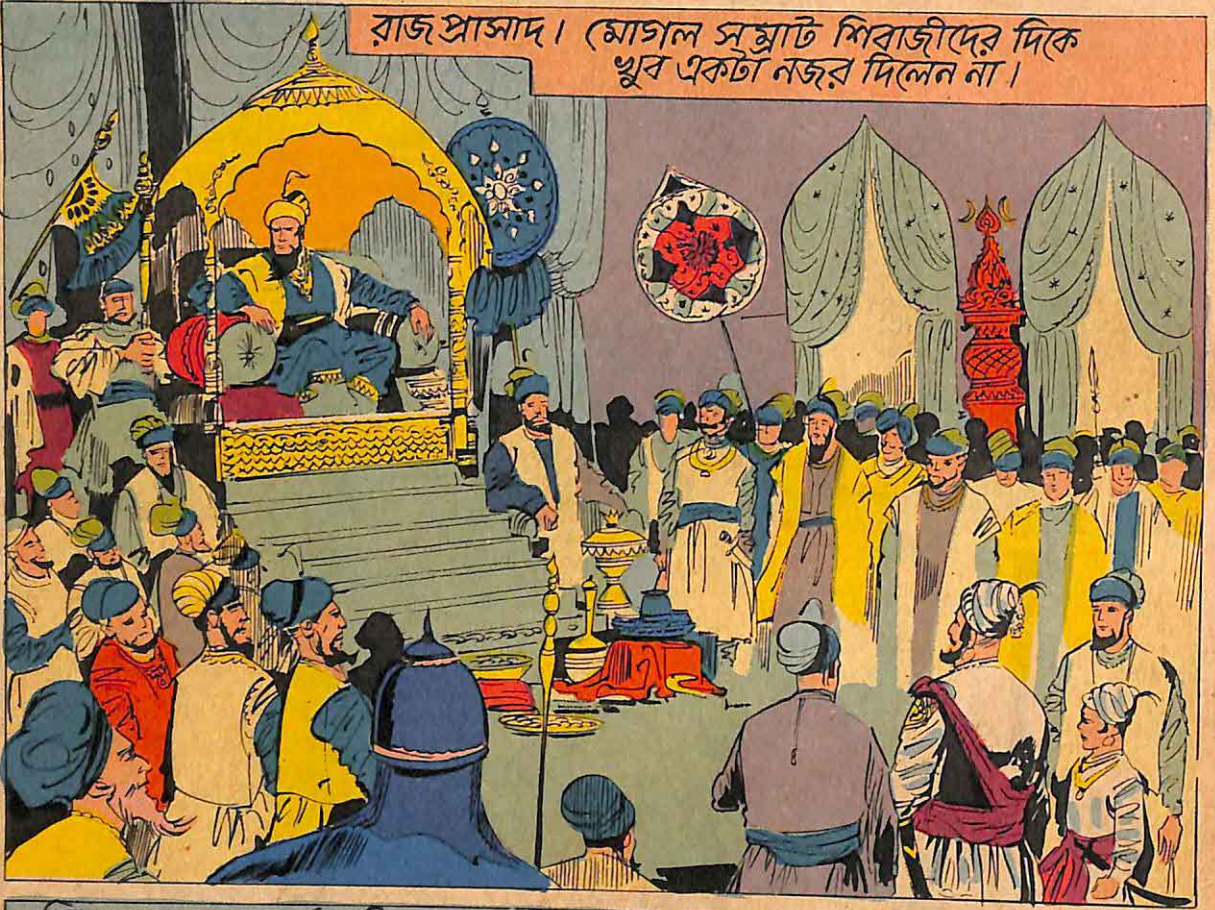
তিনি রেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।
শুনুন ...
কোনও কথা নয়!

শিবাজীর ব্যবহারে সম্রাট অবাক হলেন।
অদ্ভুত মানুষ! ওকে কাল ডাকুন। আমি ওঁকে আর ওঁর ছেলেকে সম্মান দেখাবো।

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।
সম্রাটকে বলুন, আমি অসুস্থ। সেজন্য যেতে পারছিনা।

শম্ভাজী একাই দরবারে গেলেন। তাকে সম্মান সূচক বস্ত্র ও তলোয়ার উপহার দেওয়া হলো।
তুমি ঠিক মতো কুর্নিশ করোনি, বাছা।
আমি শুধু ঈশ্বর আর আমার মায়ের কাছেই মাথা নোয়াই।

এগুলি গরীবদের দেওয়া হবে!

ঈশ্বর শিবাজী মহারাজের মঙ্গল করুন।

পরীক্ষা করা হয়েছে! যেতে দাও!

এগুলি পরীক্ষা করার আর দরকার নেই। এ সব মামুলি মিষ্টির ঝুড়ি।

একদিন সকালে সেই সব ঝুড়িতে অন্য কিছু রইলো . . .
এর মধ্যে বসে পড়ো বাছা! বেশ জায়গা রয়েছে।

প্রহরীরা ঝুড়িগুলির দিকে তাকিয়েও দেখলো না।

পরে—
শিবাজী আর শম্ভাজীকে দেখেছো?
একটু আগেই তো দেখলাম, ওরা দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছে।

ওখানে তো কেউই নেই!

ঔরংজেব রেগে আগুন হলেন...
তোমরাই শিবাজীকে পালাতে সাহায্য করেছো। এজন্য তোমাদের গর্দান যাবে।

দিকে দিকে ঘোড়সওয়ার পাঠানো হলো। কিন্তু শিবাজীর নাগাল পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে, এক নির্জন জায়গায়—

আপনাদের জন্য ঘোড়া তৈরী, মহারাজ।

ধন্যবাদ!

ঘন ঘন ছদ্মবেশ পরিবর্তন করে শিবাজী দাক্ষিনে পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেন। সবখানেই সকলে তাঁকে সাহায্য করলো।

শম্ভাজী আপনার কাছে কিছুকাল থাকবে।

এ আমার পরম সৌভাগ্য, মহারাজ।

তিনি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছলেন।

আমাদের প্রিয় শিবাজী নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন।

হে ঈশ্বর, তুমিই ধন্য!

আগ্রা থেকে পলায়নের কয়েক বছর পরে, রায়গড়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শিবাজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়।
পুত্র, আমি এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।
জনগনের রাজা!
যতদিন মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা বোধ থাকবে ততদিন শিবাজীর নামও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আর লক্ষ লক্ষ প্রানে প্রেরনা জোগাবে।
শিবাজীর রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর; কিন্তু যে মারাঠা শক্তিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা তার পরেও বহুবছর পূর্ণ গৌরবে অটুট ছিল।

চিরন্তন সচিত্র কাহিনী

অমর চিত্র কথা
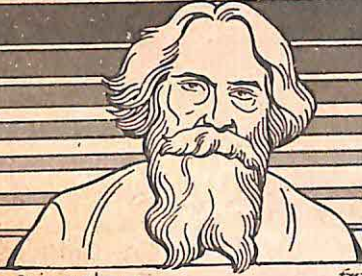
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কৃষ্ণের গল্প
শকুন্তলা
রামায়ণ
নল দময়ন্তী
লব কুশ
মহাভারত
চাণক্য
বুদ্ধ

শিবাজী
রাণা প্রতাপ
কর্ণ
ভীষ্ম
মীরাবাঈ
প্রহ্লাদ
পঞ্চতন্ত্র
পরশুরাম
রামশাস্ত্রী

দেবী চৌধুরাণী
লঙ্কার রাজা রাবণ
তানসেন
আনন্দমঠ
গঙ্গা
গণেশ
হিতোপদেশ
রাজসিংহ
বিদ্যাসাগর

ধ্রুব ও অষ্টাবক্র
দুর্গা
বুদ্ধিমান বীরবল
সুরদাস
বিবেকানন্দ
বাঘা যতীন
সাত রঙা রাজপুত্র
নচিকেতা
মহাকবি কালিদাস

অমর চিত্র কথা

সুভাষ চন্দ্র বোস
রত্নাবলী
জয়প্রকাশ
মহীরাবণ
জয়দেব
গান্ধারী
রসিক বীরবল
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
ভীম ও হনুমান

ধাত্রী পান্না ও হদিরাণী
জাতকের গল্প
কুম্ভকর্ণ
ঝাঁসির রাণী
বাবা সাহেব আম্বেদকার
বাঘ ও কাঠঠোকরা
চন্দ্র ললাট
বিক্রমাদিত্য
অশোক

গীতা
অঙ্গুলিমাল
হরিশ্চন্দ্র
ইন্দ্র ও শিবি
আরুণী ও উতঙ্ক
আম্রপালি ও উপগুপ্ত
শিবের গল্প
বালাদিত্য ও যশোধর্মন
সূর্য
সাবিত্রী

টিপু সুলতান
তানাজী
ঘটোৎকচ
কবীর
বালিবধ
কাদম্বরী
ভানুমতী
লোকমান্য তিলক
জাহাঙ্গীর

ইণ্ডিয়া বুক হাউস প্রাঃ লিঃ
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স ভুলাভাই দেসাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬.

বাংলা অমর চিত্র কথার একমাত্র পরিবেশক ঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা